দৈনিক সংবাদ

01 APR 1988
তারিখ ...
পৃষ্ঠা ৬

035

আবাসিক হল প্রসঙ্গ

আমিনুল ইসলাম
প্রভোস্ট, সূর্যসেন হল

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যুদয় ঘটেছিল (১৯২১) একটি আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে। এ ক্ষেত্রে উপমহাদেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা ছিল অভিনব ও অনন্য। ঘোষণা করা হয়েছিল যে, কেবল বিশুদ্ধ জ্ঞানানুশীলন কিংবা সত্যের খাতিরে সত্যানুসন্ধান নয়, বরং দেহ-মন-চরিত্রের যথার্থ রূপায়ণ এবং তাতে করে মননশীলতা ও নেতৃত্বের অধিকারী কিছু সেরা মানুষ গড়াই হবে এ আবাসিক বিদ্যাপীঠের লক্ষ্য। এজন্য এখানে একদিকে যেমন থাকবে পাঠদান ও পরীক্ষাগ্রহণকারী বিভিন্ন বিভাগ অন্যদিকে আবার শিক্ষার্থীদের সামাজিক সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য থাকবে কিছু আবাসিক হল বা ছাত্রাবাস। বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক শিক্ষা জীবনে আবাসিক প্রয়োজন ও গুরুত্বের কথা বিবেচনা করেই হলগুলোকে ঘোষণা করা হয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের অবিচ্ছেদ্য অংগ তথা ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা জীবনের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সুপারিশক্রমে হলগুলোর প্রশাসন ও পরিচালনা কাঠামোটি প্রণয়ন করা হয়েছিল অনেকটা অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজগুলোর অনুকরণে যার ফলে প্রায়শঃই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে অভিহিত করা হয়ে থাকে প্রাচ্যের অক্সফোর্ড বলে। প্রচলিত বিধি অনুসারে হলের প্রধান হিসেবে রয়েছেন একজন প্রভোস্ট বা প্রাধ্যক্ষ, যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অভিজ্ঞ শিক্ষক। হল প্রশাসনে তাকে সহায়তা করেন প্রতি ৭৫ জন আবাসিক ছাত্রের জন্য একজন করে হাউস টিউটর বা আবাসিক শিক্ষক যাদের প্রত্যেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো না কোনো একটি বিভাগের শিক্ষক। হলের দৈনন্দিন দফতরকর্ম পরিচালনার জন্য রয়েছে বেশ কয়েকজন কর্মকর্তা ও কর্মচারী। এ ছাড়া হলের সামাজিক-সাহিত্যিক সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে ছাত্ররা যেন কার্যকর করতে পারে এ জন্য প্রত্যেক হলে রয়েছে একটি ছাত্রসংসদ। এ সংসদের আবার রয়েছে সাহিত্য, ক্রীড়া, কমনরুম, পাঠকক্ষ, সমাজসেবা প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগ এবং সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম যা পরিচালিত হয়ে থাকে সংশ্লিষ্ট ছাত্র-প্রতিনিধি, শিক্ষক-কর্মচারীদের আয়োজন ও প্রযোজনায়। যেমন হলের গ্রন্থাগারে থাকে বিভিন্ন বিষয়ের মৌলিক ও সহায়ক গ্রন্থাবলী, পাঠকক্ষে থাকে দৈনিক ও সাময়িক পত্র-পত্রিকা কমনরুমে সাজানো থাকে দাবার ছক, টেবিল টেনিস প্রভৃতি বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া সামগ্রী। শুধু তাই নয়, ফুটবল, ভলিবল, ব্যাডমিন্টন, টেনিস, হকি, ক্রিকেট প্রভৃতি বহির্জাগতিক খেলাধুলার ব্যবস্থাও রয়েছে প্রতিটি হলে।

হলের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য সাহিত্য ও নাট্যানুষ্ঠানের কথা। প্রভোস্ট, হাউস টিউটর ও উৎসাহী ছাত্রদের সমবেত প্রচেষ্টায় গোড়া থেকেই হলগুলোতে প্রবাহিত হতে থাকে সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের এক ধারাবাহিক স্রোত।

যেন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাত্র কিছুদিনের মধ্যেই হলে হলে ছাত্র-শিক্ষকের লেখা নিয়ে প্রকাশিত হতে থাকে বার্ষিক সাহিত্য পত্রিকা। এসব পত্রিকায় সেদিন যাঁদের লেখা প্রকাশিত হতো পরবর্তীকালে তাঁদের অনেকেই ব্যাপক খ্যাতি অর্জন করেছিলেন সুলেখক ও সাহিত্যিক হিসেবে। সাহিত্যচর্চায় যেমন নাটক মঞ্চায়নের বেলায়ও তেমনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোর অতীত ঐতিহ্য অত্যন্ত গৌরবোজ্জ্বল।

ছাত্র-শিক্ষক-কর্মকর্তা কর্মচারীদের নিয়ে সম্প্রতি গঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবেশ পরিষদের প্রয়াস এবং এ সংস্থার পরামর্শক্রমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ইতিমধ্যে হলগুলোতে তথা সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে শান্তিপূর্ণ বসবাস ও শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছেন। এ পদক্ষেপ যে ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক তথা সমগ্র জাতির অকুণ্ঠ সমর্থন লাভ করেছে সাম্প্রতিক পত্র-পত্রিকার

(২-এর পাতায় দেখুন)